পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

بسم الله الرحمن الرحيم

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৭ মার্চ ২০২২

আজ ১৭ই মার্চ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২। এই শুভ দিনে আমি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সকল শিশু-কিশোরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বঙ্গবন্ধু আমাদের অবিসংবাদিত নেতা যিনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ এবং উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপোষ করেননি। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির নয়, তিনি বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক ছিলেন। এজন্য বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন 'নিউজউইক' বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' আখ্যায়িত করেছিল– যা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবসময় ভাবতেন এবং শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৭৪ সালে শিশু অধিকার আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত ও পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৯৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২৫৯১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে জানতে এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণের জন্য আমি নতুন প্রজন্মের প্রতি আহবান জানাই। বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনের এই শুভক্ষণে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি জানাই আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবো– এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি।